পাক্ষিক

আহমদী

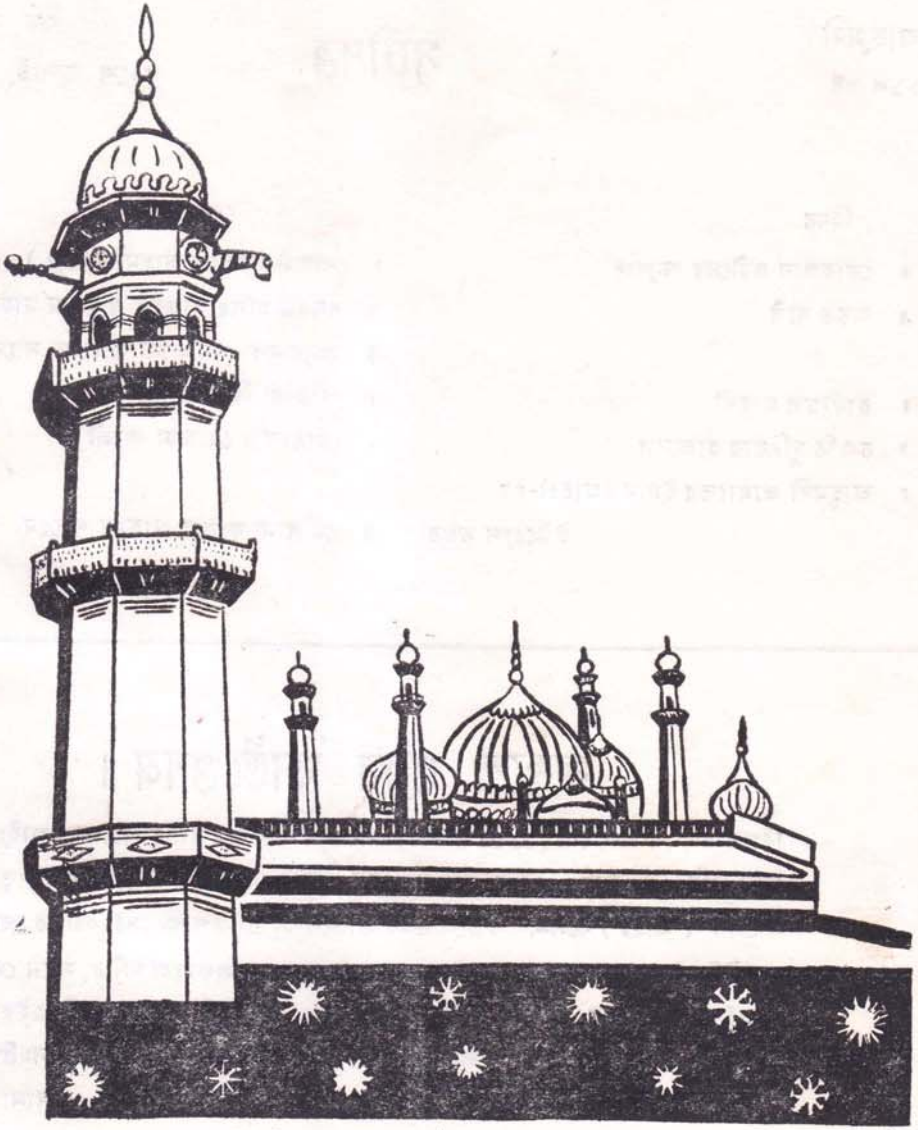

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৬ষ্ঠ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	৩০শে জুলাই, ১৯৬৭	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩০শে জুলাই, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ১৩৭
॥ অমৃত বাণী	॥ হযরত মসিহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)	॥ ১৩৯
	॥ অনুবাদক—মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ১৪০
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ১৫৮
॥ আহ্‌মদী জামাতের ইমাম (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর	॥ মৌলানা ফারুক আহমদ শাহেদ	॥ ১৫৯

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে জুলাই : ১৯৬৭ সন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

৭ম রুকু

৪৩ ॥ (হে মোহাম্মদ) আল্লাহ্ তোমার ত্রুটির কুফলকে দূর করুন ; কেন তুমি তাহাদিগকে পিছনে থাকিবার অনুমতি দিয়েছিলে [যুদ্ধে যাইতে তাগিদ করিতে] এমনকি যে, সত্যবাদিগণ তোমার নিকট সুপ্রকাশ হইয়া যাইত এবং মিথ্যাবাদীদিগকে তুমি জানিয়া লইতে।

৪৪ ॥ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারা নিজেদের ধন এবং প্রাণ দিয়া জেহাদ করা হইতে সরিয়া থাকার জন্য তোমার নিকট অনুমতি চাহিবে না এবং আল্লাহ্‌ ধর্মপরায়নদিগকে সম্যক অবগত আছেন।

৪৫ ॥ শুধু তাহারাই তোমার নিকট (জেহাদ হইতে সরিয়া থাকার জন্য) অনুমতি চাহে যাহারা আল্লার প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং তাহাদের হৃদয় সন্দেহ পোষণ করে। সুতরাং তাহারা তাহাদের সন্দেহে ঘুরপাক খাইতেছে।

৪৬ ॥ তাহারা যদি (যুদ্ধে) বাহির হওয়ার ইচ্ছা রাখিত নিশ্চয় তাহার জন্য তাহারা কোন প্রস্তুতির আয়োজন করিত। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাহাদের (যুদ্ধের জন্য) উত্থানকে না-পছন্দ করিয়াছেন। ফলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলা হইল তোমরা উপবেশনকারীদের সহিত বসিয়া থাক।

৪৭ ॥ যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত, তোমাদের অনিষ্ট বর্দ্ধন ব্যতীত অন্য কিছু করিত না এবং তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির অন্বেষণে নিশ্চয় তোমাদের ভিতরে অশ্বচালনা করিয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মধ্যেই তাহাদের গুপ্তচর রহিয়াছে। এবং আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদিগকে সম্যক অবগত আছেন।

৪৮ ॥ নিশ্চয় পূর্বেও তাহারা বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিষয়গুলিকে বিপর্য্যস্ত (করার আয়োজন) করিয়াছিল এমন কি সত্য (প্রতিশ্রুতি) আগমন করিল এবং আল্লার আদেশ প্রবল হইল যদিও তাহারা না পছন্দ করিতেছিল।

৪৯ ॥ এবং তাহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে (হে নবী) আমাকে (যুদ্ধে না যাইতে) অনুমতি দাও এবং আমাকে বিপদে ফেলিও না। জানিয়া রাখ তাহারা (নিজেই) বিপদে পড়িয়াছে। এবং নিশ্চয় দোযখ কাফিরগণকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

৫০ ॥ যদি তোমার কোন মঙ্গল হয় উহা তাহাদিগকে ব্যথিত করে। এবং যদি তোমার উপর কোন বিপদ আসে তাহারা বলে আমরা পূর্ব হইতেই আমাদের বিষয় গোছাইয়া নিয়াছি। এবং তাহারা সানন্দে ফিরিয়া যায়।

৫১ ॥ তুমি বল আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের উপর অন্য কোন বিপদ কখনও আসিবে না। তিনি আমাদের রক্ষাকারী। অতএব মুমিনগণ যেন আল্লার উপরই নির্ভর করে।

(ক্রমশঃ)

★

অমৃত বাণী

হযরত মসিহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

আমি নিজের জন্য কোন কিছু চাহিনা। অনেক বার মনে করিয়াছি যে, নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাসিক পাঁচ সাত টাকা যথেষ্ট এবং সম্পত্তি ইহার তুলনায় অনেক বেশী। তথাপি আমি বারংবার তাকিদ করি যে, তোমরা খোদার রাহে অর্থব্যয় কর। ইহা খোদাতায়ালার আদেশানুক্রমে করা হইয়াছে কেননা এহেনকালে ইসলাম অধঃপতিত। বাহিরের এবং ভিতরের দুর্বলতা সমূহ দেখিয়া হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ইসলাম অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী ধর্মগুলির শিকারে পরিনত হইয়াছে। প্রথমে ত শুধু খ্রীষ্টান দিগের শিকার ছিল ; কিন্তু এখন আর্যাগণ ইহার উপর তাহাদের দন্ত সতেজ করিয়াছে এবং তাহারাও ইসলামের নাম চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে চায়। যখন পরিস্থিতি এই দাড়াইয়াছে, তখন কি আমরা ইসলামের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিব না? আল্লাহ্‌তা'লা এই উদ্দেশ্যেই তো এই জামাতকে কায়েম করিয়াছেন। সুতরাং ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ পালন এবং তাঁর ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করার নামান্তর। অতঃএব এইপথে যেটুকু চেষ্টাই করিবে তাহার জন্য আল্লাহ্ তাঁহার سميع وبصير (সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা) গুনানুযায়ী সুফল প্রদান করিবেন। এই ওয়াদাও আল্লাহতা'লার তরফ হইতে রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার জন্য দান করিবে, তাহাকে তিনি বহু গুণে বাড়াইয়া আশিষ প্রদান করিবেন। ইহকালেই তাহাকে প্রচুর দেওয়া হইবে এবং পরকালের পুরস্কারও দেখিবে যে কত আরাম দায়ক হইবে। বস্তুতঃ এখন আমি তোমাদিগের সকলকে এ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেষ করাইতে চাহি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য অর্থ দান কর। এই উদ্দেশ্যেই এই বক্তব্য। এখন যেরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে আমার মৃত্যুকাল সন্নিকটে যেমন তিনি করিয়াছেন,

قرب اجلك المقدر — و
لا نبقى لك من المخزيات ذكرا

এই ওহি দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লা কোন এরূপ কথার উল্লেখ অবশিষ্ট রাখিবেন না, যাহা কুসমালোচনা ও লাঞ্ছনা মূলক।

(মুলফুযাত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ), নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫ ৪৪৬)

অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হযরত ইউনুছ নবীর উম্মতের উপর ৪০ দিবসের মধ্যে আজাব নাজিল হওয়া আছমানে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহা একেবারে ভ্রান্তিমূলক কথা, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

উত্তর

কোরান শরীফে আসিয়াছে—

فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين —

(يونس ع ١٠)

"এমন কোন বস্তি নাই ইউনুস নবীর কৌম ব্যতিরেকে যাহারা ইমান আনিয়াছিল, ফলে এই পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকারী আজাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, এবং এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে সম্পদভোগী করিয়াছিলাম।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও এই আয়াত উল্লেখ করিয়া তরজমা করিয়াছেন—"পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং এক জমানা পর্যন্ত ফলভোগী করিয়াছিলাম।" কিন্তু কেন এবং কোন আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত তফসীর মৌলানা সাহেব উল্লেখ করেন নাই, এবং ইহাও উল্লেখ করেন নাই যে, হযরত ইউনুছ আলাইহেসালাম কেন তাঁহার স্বজাতির উপর নারাজ হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন।

وذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه

"জন্নুন অর্থাৎ ইউনুস নবীকে স্মরণ কর, যখন তিনি (তাঁহার স্বজাতির উপর) নারাজ হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন এবং ধারণা করিলেন যে, আমি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিব না।" (সুরা আম্বিয়া)।

মৌলানা সাহেব এই সমুদয় আয়াত উল্লেখ করিয়াও বিস্তৃত তফসীর উল্লেখ করেন নাই। তবে শুনুন - ইবনে আব্বাসের এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—

بعث الله يونس الى اهل قرية فردوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه فلما فعلوا ذالك اوحى الله اليه انى مرسل اليهم العذاب فى يوم كذا وكذا فاخرج بين اظهرهم فاعلم قومه الذى وعد الله من عذابه اياهم فقالوا ارمقوه فان خرج من بين اظهركم فهو والله كائن ما واعدكم فلما كانت الليلة التى وعدوا بالعذاب فى صبيحتها ادلج فراه القوم فحذروا فخرجوا من القرية الى براز من ارضهم

وفرقوا بين كل دابة واولادها ثم عجوا الى الله وانابوا واستقالوا فاقالهم الله - وانتظر يونس الخبر من القرية واهلها حتى مر به مار فقال ما فعل اهل القرية قال ان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا انه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من القرية الى براز من الارض ثم فرقوا كل ذات ولد ولدها ثم عجوا الى الله وتابوا فتقبل منهم واخر عنهم العذاب فقال يونس عند ذلك لا ارجع اليهم كذابا ابدا ومضى على وجهه (اخرجه ابن جرير وابى حاتم فتح البيان جلد ٧ ص ٨٩)

"আল্লাহ্তালা হযরত ইউনুস (আঃ)-কে এক বস্তি-বাসীর নিকট প্রেরিত করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে রদ করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এই রকম করিলে পর আল্লাহতালা তাঁহার নিকট ওহি পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই অমুক অমুক দিনে তাহাদের উপর আজাব পাঠাইব, তুমি তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইও। তখন তিনি তাঁহার স্বজাতির নিকট এই প্রতিশ্রুত আজাবের কথা ঘোষণা করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, যদি তিনি বাহিরে চলিয়া যান তবে আল্লার কসম, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত আজাব নাজেল হইবে। অতঃপর যখন সেই আজাবের রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল সেই সকালে তাহারা অন্ধকার দেখিতে পাইয়া ভীত হইল এবং বস্তি হইতে বাহির হইয়া এক খোলা মাঠে চলিয়া গেল, এবং প্রত্যেক জন্তুকে তাহাদের সন্তান হইতে পৃথক করিল। তৎপর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, আল্লাহতলার দিকে ঝুকিল, আজাব দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিল। আল্লাহ্তালা তাহাদের আজাব দূর করিয়া দিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) সেই বস্তি এবং বস্তিবাসীদিগের খবরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন কি, একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, তাহাদের নবী যখন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, নবীর প্রতিশ্রুত আজাবের কথা সত্য। তখন তাহারা গ্রাম হইতে এক খোলা মাঠে বাহির হইয়া প্রত্যেক সন্তা বতীকে সন্তান হইতে পৃথক করিল, আল্লাহকে চীৎকার করিয়া ডাকিল এবং তৌবা করিল। অতঃপর তাহাদের তৌবা কবুল হইল, এবং আজাব তাহাদিগ হইতে হটাইয়া দেওয়া হইল। তখন হযরত ইউনুস নবী বলিলেন, এমত অবস্থায় আমি তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইয়া কখনও ফিরিয়া যাইব না এবং তিনি সম্মুখের দিকে চলিয়া গেলেন।"

তফসীর নিশাপুরীতে লিখিত আছে—

قال لهم يونس اجلهم اربعين ليلة الخ

(تفسير نيشاپورى بر حاشية ابن جرير جلد ١١ ص ١١٨)

"হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের আজাবের নির্দ্ধারিত সময় ৪০ দিবস।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি রকম দুঃসাহসিকতার সহিত একেবারে ছোফেদ ঝুট বলিয়া ফেলিলেন যে, এই কথা কোরান ও হাদীসে নাই।

কোরান এবং হাদীসে বিনা সর্ত্তে আজাবের কথা বিদ্যমান থাকা সত্বেও ইমান আনা এবং কান্নাকাটী করা ও তৌবা করার ফলে আল্লাহ্তালা প্রতিশ্রুত

আজাবকে দূর করিয়া দিলেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইহাই বলিয়াছেন।

১১নং প্রবঞ্চনা

কোরান শরীফ তৌরাত ও ইঞ্জিলে মসিহে মাউদের জমানায় প্লেগ হইবে উল্লেখ আছে বলিয়া কোরান শরীফ ও বাইবেলের উপর মিথ্যা অপবাদ করিয়াছেন।

উত্তর

কোরআন, হাদীস, তৌরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মসিহে মাওউদের জমানার প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী মৌজুদ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিবার জন্য যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরকার সেই জ্ঞানের ও মারফতের অভাবেই কোরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁহার পূর্ণ হওয়া বুঝিতে পারিতেছেন না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহঃ) তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন—সমসাময়িক আলেমগণ হযরত মসিহে মাওউদের সুক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া অস্বীকার করিবে। অতএব মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ যদি কোরআন শরীফে প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী না দেখিতে পায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بايتنا لا يوقنون ۝ (النمل)

"তাহাদের উপর যখন খোদার কথা পূর্ণ হইবে—(অর্থাৎ আখেরি জমানায় মসিহে মাওউদ আগমন করিবেন) তাহাদের জন্য এক প্রকার জমিনের কীট বাহির করিব। ইহারা তাহাদিগকে জখমি করিবে যেহেতু তাঁহারা আল্লার নিদর্শন সমূহকে (যাহা মসিহে মাওউদ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে) বিশ্বাস করিবে না।"

"ইমাম হুসেন বলিয়াছেন এই আয়াতে تكلمهم অর্থ জখম করা।"

قال ابو عبد الله امام حسين وقرء تكلمهم من الكلم وهو الجرح

এই জখমকারী কীট বা জন্তু প্লেগের কীট ছাড়া আর কিছুই নহে। হাদীস শরীফেও মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদিদের আজাবের কথা আসিয়াছে—

ثم يرسل الله عليهم النغف فى رقابهم

"অতঃপর আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের গ্রীবাদেশে ফুঁড়া পাঠাইয়া দিবেন"—এই হাদিসে বর্ণিত গ্রীবাদেশের ফুঁড়াও প্লেগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। "নেগফ"-এর আরবী অভিধানে نغف অর্থ ফুঁড়া এবং প্লেগ লিখিত আছে, আর বেহারুল-আনওয়ার কিতাবে লিখিত আছে—

قدام القائم موتان موت احمر وموت ابيض موت احمر هو السيف و موت ابيض هو الطاعون

"ইমাম মাহ্‌দীর জমানায় দুই প্রকার মৃত্যুর আজাব আসিবে—লাল মৃত্যু ও সাদা মৃত্যু। লাল মৃত্যু যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা সংঘটিত হইবে। আর সাদা মৃত্যু প্লেগ।"

এতদ্ব্যতীত বাইবেলের সখরিয় পুস্তকে ১৪ ১২ পদে এবং মথির ২৪ অধ্যায়ে ৩।৮ পদে মহামারীর কথা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব স্বীকার করিতেছেন।

এই মহামারীও প্লেগেরই নামান্তর যেহেতু ইংরাজি বাইবেল সখরিয় পুস্তকে মহামারী স্থলে লিখিত আছে—And this shall be the plague where-with Lord wilt smite all the people—আর মথি ও সখরিয় পুস্তকের হাওয়ালা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখিয়াছেন, "এখানে মসিহ সম্বন্ধে কোন কথা নাই।"

ইহা মৌলানা সাহেবের বুঝিবার ভুল, কিংবা মিথ্যা কথা। পাঠক নিজে পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মথির যে অধ্যায়ের কথা মৌলানা সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন সেই অধ্যায়ের উপরে মোটা অক্ষরে "মসিহের দ্বিতীয় আগমনের লক্ষণ সমূহ" শীর্ষ দেওয়া হইয়াছে—এবং উক্ত অধ্যায় মসিহের দ্বিতীয় আগমনের যাবতীয় লক্ষণ ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মিথ্যা দাবীকারীর আগমন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে ঐ সমস্ত লক্ষণই পূর্ণ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সখরিয় পুস্তকেও মসিহের দ্বিতীয় আগমনের লক্ষণ সমূহই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব এই প্রকাশ্য কথার অস্বীকার করিয়া নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

১২নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা মীর্যা সাহেবের বাতিল দাবী, কারণ হযরত একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া তাবীর দিয়াছিলেন, তিনি এস্থলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলেন নাই, এই কথা মৌলানা রূহুল আমিনের জঘন্য ও ঘৃণিত প্রকৃতির মিথ্যা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর যে এবারত মৌলানা সাহেব নিজে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও এই কথা নাই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বরং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং আ-হযরত (সাঃ) পরিষ্কার ভাবে বলিতেছেন যে, তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যে-স্থানের কথা নিজ এজ্‌তেহাদে বুঝিয়াছিলেন তাহাতে ভুল হইয়াছিল। এজ্‌তেহাদে বা স্বপ্ন বুঝিতে ভুল হওয়া, আর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়া কি একই কথা? এজ্‌তেহাদী ভুলকে মিথ্যা বলা কি মৌলানার বুদ্ধির দোষ, না জঘন্য প্রকারের চালাকি ও প্রবঞ্চনা?

উক্ত হাদীসটি মৌলানা সাহেবও উল্লেখ করিয়াছেন—

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رأيت فى المنام انى اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب وهلى الى انه اليمامة او هجر فاذا هى المدينة يثرب

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি যেন মক্কা হইতে হিজরত করিতেছি এমন এক ভূমিতে, যাহাতে বহু খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা ইয়ামামা কিংবা হিজর নামক স্থান হইবে; কিন্তু হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, ইহা মদীনা—এছরব।" মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব নিজেও ইহার তরজমা করিয়াছেন—"ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছিল, উহা ইয়ামামা কিংবা হাজার হইবে, হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম যে উহা মদিনা এছরব।" এই 'হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম" ইহা কখন? অর্থাৎ মদিনায় যাওয়া স্থিরীকৃত হইলে হযরত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বপ্ন দর্শিত স্থান মদিনা। ইহাই হাদীসের মর্ম্ম। অতএব মৌলানার উদ্ধৃত হাদীস ও তাঁহার তরজমা হইতেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রথম ধারণা ইয়ামামা কিংবা হাজার ছহি ছিল না।

নবীদের জন্যও যে কোন কোন সময় মানব-সুলভ এজ্‌তেহাদি ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে, ইহা কি মৌলানা সাহেব অস্বীকার করিতে চান? হুদাইবিয়া সংক্রান্ত ঘটনাও পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন।

মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব আবার বলিতেছেন, ইহা একটি স্বপ্ন, হযরত ইহার তাবীর করিয়াছিলেন, ইহা কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ভবিষ্যতে কোথায় হিজরত

করিবেন, সেই জায়গা স্বপ্নে দেখিয়া বর্ণনা করিলে কি ইহা ভবিষ্যদ্বাণী হয় না? আর স্বপ্ন বলিয়া মৌলানা সাহেব এই কথাটাকে হাল্কা করিবার চেষ্টা করিলেন কেন? মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিৎ ছিল যে—

رؤيا الانبياء وحى (بخارى جلد اول)

"নবীদের স্বপ্নও ওহি"

ইমাম নোবী মুস্‌লীম-শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন:—

كان الانبياء صلوات الله عليهم يوحى اليهم فى منامهم كما يوحى اليهم فى اليقظة (جلد ۲ ص ۲۴۲)

"নবীদের উপর কখনও ওহি হয় স্বপ্নে এবং কখনও ওহি হয় জাগ্রত অবস্থায়।"

ইমাম ইবনে কাইয়োম লিখিয়াছেন:—

رؤيا الانبياء وحى فانها معصومة من الشيطان باتفاق الامة (تفسير منازل السائرين ص ۷)

"নবীদের স্বপ্নও ওহি, কেননা নবিদের স্বপ্ন সয়তানী হইতে পারে না; সকল উম্মতের সর্ব্ববাদী সম্মত মত ইহাই।"

অতএব স্বপ্ন বলিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের স্থান সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে হাল্কা করার চেষ্টা করা মৌলানা রুহুল আমিনের ঘৃণিত চালাকি কিংবা জঘন্য ধরণের অজ্ঞতা।

گر این مکتب و این ملا
کار طفلان خراب خواهد شد

১৩নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব নিজের সয়তানী এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী গুলির দোষ ঢাকিবার জন্য হযরতের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) নিজেও এই মনে করিয়াছিলেন যে, হযরতের পর বিবি ছাওদা (রাঃ)-এর মৃত্যু সকলের প্রথমে হইবে। কোন হাদীসে এরূপ কথা নাই যে, তাঁহারা হযরতের সাক্ষাতে হস্ত মাপিয়া ছিলেন, ইহা মীর্যা সাহেবের বাতিল দাবী।

উত্তর

چون خدا خواهد که پرده کس درد
میلش اندر طعنهٔ پاکان زند

বার বার মিথ্যার নাজাছতে ডুবিতে ডুবিতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মস্তিষ্ক এই রকম ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, নিজের কথার বিরুদ্ধে নিজেই দলিল পেশ করিতেছেন। আবার মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে গালি-গালাজ করিয়া যে হাদীস পেশ করিতেছেন তাহা অতি স্পষ্ট ভাবেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে সমর্থন করিতেছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করে না, তিনি নিজে শত শত কিতাব ইস্তাহারাদি লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। বিপক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ সাক্ষী পেশ করিয়া সেগুলি প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে কোনরূপ দোষ (নাউজুবিল্লাহ) থাকিলেও তাহা ঢাকিবার কোন উপায় ছিল না। এই প্রেসের যুগে নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জগতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী গুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সত্যের আদর্শ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন এবং জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম ও তফছিলী কৈফিয়ত বুঝিতে কোন কোন সময় স্বয়ং সাহেবে-এলহামের পক্ষেও মানব-সুলভ ভুল হওয়া অসম্ভব নয়; বরং কখনও কখনও স্বয়ং আল্লার ইচ্ছায় এরূপ হইয়া থাকে, যেন মানুষ

মুশরিকদের মত আল্লার নবীকে খোদা মনে করিবার মত মারাত্মক ভুল না করিয়া বসে।

আল্লার নবীদের জীবনে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। হযরত আদম (আঃ)-এর কথা কে না জানেন?

মৌলানা রুহুল আমিন এবং তাহার দলের মৌলানাগণ যে-সমস্ত তফসীরাদির কথাকে অভ্রান্ত দলিলের মত পেশ করিয়া থাকেন ঐ সমস্ত তফসীরাদিতে বড় বড় নবীদের উপর, এমন কি, স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এলহামে পর্য্যন্ত সয়তানি প্রভাব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। کما سر হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আল্লার তরফ হইতে আবির্ভূত হইয়া ঐ সমস্ত তফসিরের ভুল বাহির করিয়াছেন। নতুবা ঐ সমস্ত তফসীরের মান্যকারীদিগের রঙ্গীলা রসুল ইত্যাদি পুস্তকাদির গ্রন্থকারদিগকে ছুরি মারা ছাড়া জওয়াব দেওয়া অসম্ভব ছিল।

এই ভণ্ড-তপস্বী মৌলবী-মৌলানারা এক দিক্ দিয়া মাসুম নবীদের প্রতি নেহায়ত জঘন্য কার্য্য আরোপ করিয়া থাকেন, আর এক দিক্ দিয়া মানব-সুলভ এজ্‌তেহাদি ভুলের সম্ভাবনার কথা অন্যের মুখে শুনিলে শত্রুতা সাধনের হীন উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল মাথায় করিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করে—"হায়, রসুলুল্লার হতক করিয়া ফেলিল, হায় রসুলুল্লার হতক করিয়া ফেলিল।"

এই কাদিয়ানী-রদ পুস্তকের ৫ম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারত নকল করিয়া নিজেই হাদিস হইতে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার সমর্থন করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমিনের উদ্ধৃত হাদিস এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর এবারত নিম্নে পেশ করিতেছি ঃ—

"মীর্যা সাহেব এজালাতুল-আওহামের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیون نے آپکے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کئے تہے تو آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا یہانتک کے آپ فوت ہوگئے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپکی بھی یہی رائے تھی کہ در حقیقت جس بیوی کے لمبے ہاتھ ہیں وہی سب سے پہلے فوت ہوگی اس وجہ سے باوجودیکہ آپکے روبرو ہاتھ ماپے گئے مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔

"যখন হযরত (সাঃ)-এর বিবিরা তাঁহার সাক্ষাতে হাত মাপিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাকে এই ভুলের সংবাদ প্রদান করা হইল না, এমন কি তিনি এন্তেকাল করিয়া গেলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরতের মত এই ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে যে-বিবির হস্ত লম্বা ছিল তিনিই প্রথমে এন্তেকাল করিবেন। এই হেতু তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নাই।"

পাঠক, হাদিসটি মেশকাতের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

عن عایشۃ ان بعض ازواج النبی صلعم قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحاقا قال اطولکن یدا فاخذوا قصبۃ یذرعونها وکانت سودۃ اطولهن یدا فعلمنا بعد انما کانت طول یدها الصدقۃ وکانت اسرعنا لحوقا به زینب وکانت تحب الصدقۃ

"আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। নিশ্চয় নবী (সাঃ)-এর কোন কোন বিবি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের (বিবীদের) মধ্যে কে সর্ব্বাগ্রে আপনার সহিত মিলিত হইবে? হযরত বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত বেশী লম্বা হইবে। তখন তাঁহারা একখণ্ড বাঁশ দ্বারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন; ছাওদার হস্ত সমধিক লম্বা ছিল। পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, হস্ত লম্বা হওয়ার অর্থ দান করা। আমাদের মধ্যে বিবি জয়নব সর্বাগ্রে হযরতের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি দান করা পছন্দ করিতেন।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের উদ্ধৃত এবারত এবং হাদিস হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণ হইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিবিগণ যখন এক খণ্ড বাঁশ লইয়া হাত মাপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন হযরতেরও এই ধারণা ছিল যে, লম্বা হাত বিশিষ্টা বিবি ছাওদা (রাঃ)-এর এন্তেকালই হযরতের পরে সকলের প্রথম হইবে; এবং বিবি জয়নবের এন্তেকালের পূর্ব পর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, লম্বা হাত অর্থ—দানশীলতার হাত।

নিজেই হাদিস উল্লেখ করিলেন, আবার কয়েক ছত্র নীচে নিজেই বলিতেছেন, এই মর্মের কোন হাদিস নাই, আশ্চর্য্য!

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

৪র্থ অধ্যায়

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর কালাম পরস্পর বিরোধ হওয়ার এলজাম ও প্রতিবাদ

কাদিয়ানী-রদের ৫ম ভাগে ৪র্থ অধ্যায়ে আসিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত اختلاف দেখাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

যাহারা কোরান শরীফের কথাগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বুঝিতে পারে না, যাহারা কোরআন শরীফের আয়াতগুলির পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য দেখিয়া কোরআনের শত শত আয়াতকে মনছুখ অর্থাৎ রহিত মনে করে তাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামে বৈষম্য দেখিতে পাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহারা কোরআন শরীফের শত শত আয়াতকে অন্য আয়াতের বিপরীত মনে করিয়া "মানছুখ" বলিয়া আকিদা রাখে, তাহাদের পক্ষে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামের বৈষম্য নিয়া আলোচনা করিবার অধিকার আছে কি?

পাঠক দেখিতে পাইবেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য নাই এবং মৌলানা রুহুল আমিন যাহা পেশ করিয়াছেন তাহাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামে বৈষম্য প্রমাণ না হইয়া মৌলানার বুদ্ধি বৈকল্যই প্রমাণ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআন শরীফের মধ্যেও কোনরূপ বৈষম্য নাই; কোরআনের কোন আয়াতই মনছুখ হয় নাই, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলানাদের এই মতের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামেও কোনরূপ বৈষম্য নাই। এরূপ ধারণা করা মৌলানার ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতামূলক ভুল।

১ম ভুল

মীর্যা সাহেব প্রথমে মুহাদ্দাছ হইবার স্বীকার ও নবী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। পরে তদ্বিপরীত নবী হওয়া স্বীকার ও মুহাদ্দাছ হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

উত্তর

ইহার বিস্তৃত উত্তর আমি অন্য খণ্ডে দিয়া আসিয়াছি। পাঠক যথাস্থলে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে মৌলানার কোথায় বুঝিতে পারিবেন। এখানে মোটামুটি ভাবে কেবল এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে

নবীদের নিকট তাহাদের পূর্ণ মর্যাদা প্রথম দিনই প্রকাশ হয় না, বরং আল্লাহতায়ালার ওহি এলহাম কর্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্যই হযরত রসুলে করীম (সাঃ) প্রথম প্রথম বলিতেন—

لا تخيرنى على موسى (مسلم)

"আমাকে মুসা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিও না।"

من قال انا خير من يونس ابن متى فقد كذب (ترمذى)

"যাহারা ইউনুস নবী হইতে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে তাহারা মিথ্যা কথা বলে।"

পরে বলিয়াছেন—

انا سيد ولد آدم

"আমি মানব জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" এইরূপ ক্রমবিকাশ দ্বারা তাঁহার দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-ও প্রথম প্রথম নিজকে শুধু সাধারণ মুহাদ্দাছ মনে করিতেন, পরে আল্লাহ-তালার বারংবারের ওহীতে তাঁহাকে নবী ও প্রতিশ্রুত মসিহ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি যেখানে যেখানে নবুওয়তের অস্বীকার করিয়াছেন সেখানে নূতন শরিয়তওয়ালা স্বাধীন নবী হওয়ার কথাই অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (অন্য খণ্ডে বিস্তৃত দেখুন)।

২য় ভুল

মীর্যা সাহেব প্রথমে গয়র-আহমদীদিগকে কাফের মনে করিতেন না। পরে গয়র-আহমদীদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উত্তর

যখন তিনি নিজকে নবী বলিয়া মনে করেন নাই তখন গয়র-আহমদীদিগকে কাফের মনে করেন নাই। পরে যখন তিনি আল্লাহ্তালার বারংবার এলহাম ও ওহি কর্তৃক নিজকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন গয়র-আহমদীদিগকেও কাফের বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কারণ নবীর অস্বীকারকারীগণ সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে কাফের ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

৩য় ভুল

মীর্যা সাহেব নবুওয়ত শেষ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নূতন ধর্ম বা নূতন শরিয়ত বিশিষ্ট নবুওয়ত চিরতরে বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবং নূতন ধর্ম প্রবর্ত্তক নবীর আবির্ভাব আর হইবে না বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর আঁ-হযরতের অধীন গয়র-তশরিয়ী নবুওয়ত জারী আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। (বিস্তৃত আলোচনা অন্য খণ্ডে দেখুন)।

চতুর্থ ভুল

মীর্যা সাহেব হযরত ইসা (আঃ)-এর কবর সম্বন্ধে কখনও "গলিল", কখনও "বেলাদে-শাম" কখনও "বয়তুল মুকাদ্দস" আবার কখনও "শ্রীনগর কাশ্মির" বলিয়াছেন।

উত্তর

বেলাদে-শাম সেই দেশের নাম এবং গলিল সেই এলাকার নাম যে এলাকাতে বয়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। সুতরাং বেলাদেশাম, গলিল এবং বয়তুল মুকাদ্দাছ এই কথাগুলির মধ্যে কোন বৈষম্য মনে করা ঠিক এই রকম যেমন মৌলানা রুহুল আমিনের বাড়ী বশিরহাটে চব্বিশ পরগণায়, বাংলা দেশে, বলিলে যদি কেহ বলে যে, এই তিনটি জায়গার কোন্ জায়গার কথা সত্য! তাহা হইলে এরূপ প্রশ্নকারীকে যেমন সকলই মূর্খ, বোকা মনে করিবে; মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রশ্নটাও এইরূপ। এই সমস্ত মৌলানাদের ভৌগোলিক জ্ঞান দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয়।

আর শাম দেশের গলিল এলাকায় বয়তুল মুকাদ্দেসে ইসা (আঃ)-এর যে-কবর আছে সেই কবরে হযরত ইসা (আঃ)-কে ক্রুশ হইতে বেহুশ অবস্থায় নামাইয়া মৃত বলিয়া সন্দেহ করিয়া প্রথমে রাখা হইয়াছিল, পরে তৃতীয় দিবসে তিনি সেই কবর হইতে উঠিয়া নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গোপনে হিযরত করিয়া কাশ্মির দেশে চলিয়া আসেন, এবং পরে শ্রীনগরে ওফাত প্রাপ্ত হইয়া সমাহিত হন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "মসিহ হিন্দুস্থান মে" নামক কিতাবে এবং একজন ঐতিহাসিকের "আন্ নন লাইফ-অব-দি খ্রাইষ্ট" নামক কিতাবে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা এই যে, শাম দেশে এবং কাশ্মির দেশে এই দুই দেশেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর বিদ্যমান আছে। প্রথম কবরে তাঁহাকে বেহুসি অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কবরে ওফাতের পর তিনি সমাহিত হইয়াছেন। অতএব এই দুই স্থানে কবরের উল্লেখ করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেন নাই। এরূপ মনে করা মৌলানা রুহুল আমিনের অজ্ঞতার দলীল।

৫ম ভুল

শিখদের গুরু বাবা নানকের চুলা বা পিরাহান সম্বন্ধে মীর্যা সাহেব বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোথাও লিখিয়াছেন, গায়েব হইতে আল্লাহ্‌র কুদরতে উহাতে কোরান শরীফের আয়াত অঙ্কিত হইয়াছিল. কোথাও লিখিয়াছেন, বাবা নানকের মুসলমান পীর তাহাকে এই পিরহান দিয়াছিলেন কোথাও লিখিয়াছেন, খোদার পক্ষ হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া এই লম্বা পিরহান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উত্তর

শিখ গুরু বাবা নানক (রহঃ) একজন মুসলমান দরবেশ ছিলেন, তাঁহার নিকট একটি পিরহান ছিল, যাহা এখনও শিখদের ধর্মমন্দিরে বিদ্যমান আছে। এই পিরহান 'চুলা-বাবা-নানক' নামে অভিহিত। এই চুলার মধ্যে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত, কলেমা শাহাদত ইত্যাদি ইসলামি শিক্ষা লিখিত আছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বাবা নানক যে মুসলমান ছিলেন এই কথা প্রমাণ করিয়া শিখদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন— এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রমাণাদি পাঠ করিয়া বহু শিখ পাঞ্জাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ইসলামের খেদমত করিতেছেন। বাবা নানকের মুসলমান হওয়া প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে তিনি বাবা নানকের এই পিরহান লাভ করার বিভিন্ন সম্ভাবিত উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—অর্থাৎ হইতে পারে আল্লার তরফ হইতে গায়েব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিংবা মুসলমান মুরশিদের কাছ হইতে লাভ করিয়া ছিলেন, কিংবা আল্লার এলহাম অনুসারে নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই তিন প্রকারের যে-প্রকারেই ইহা লাভ করিয়া থাকুক না কেন, ইহাতে বাবা নানকের মুসলমান হওয়া প্রমাণ হয়। মসিহে মাওউদ (আঃ)-লিখিয়াছেন ঃ—

یہ بھی ممکن ہے کہ بابا صاحب
کو یہ قرآنی آیات الہامی طور پر
معلوم ہوگئے ہوں اور اذن ربی
سے لکھے گئے ہوں

এই তিন প্রকারের সম্ভাবনার উল্লেখ করার মধ্যে এবং একটা ঐতিহাসিক ঘটনার তিনটি সম্ভাবিত কারণ বর্ণনা করার মধ্যে বৈষম্য মনে করা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃতি নহে কি?

৬ষ্ঠ ভুল

মীর্যা সাহেব হযরত ইসা (আঃ) নাজেল হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন বিপরীত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তর

বিস্তৃত উত্তর অন্য খণ্ডে দিয়া আসিয়াছি। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দাবীর পূর্বে এবং খোদাতালার তরফ হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইবার পূর্বে সাধারণ মুসলমানদের আকিদাই পোষণ করিতেন তাহা মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর প্রথম এই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মসিহ (আঃ) অতিশয় পরাক্রমের সহিত নাজিল হইবেন ; এমন কি, প্রথম প্রথম এলহাম পাইয়াও তিনি আরও পরিষ্কার এলহাম পাইবার জন্য আশা করিতেছিলেন। অর্থাৎ প্রথম প্রথম তিনি যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার দাবির সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

আর 'আমি মসিহ ইবনে মরিয়ম হইবার দাবি করি নাই" এবং "আমাকে আল্লাহ্ তালা মসিহে ইবনে মরিয়ম করিয়াছেন" এই দুইটি কথার মধ্যেও কোন বৈষম্য নাই। প্রথম কথায় ইস্রায়িলী মসিহ ইবনে মরিয়ম হওয়ায় দাবি করিয়াছেন বলিয়া যে কোন কোন গয়র-আহমদি এলজাম দিয়াছিল, তাহার জওয়াব দিয়াছেন যে, আমি সেই তোমাদের খেয়ালমত ইস্রায়িলী মসিহ হইবার দাবি করি নাই। দ্বিতীয় কথায় এই বলিয়াছেন যে, আল্লাহতা'য়ালা আমাকে এই উম্মত হইতে মসিহ ইবনে মরিয়ম করিয়াছেন।

৭ম ভুল

মীর্যা সাহেব প্রথমে ডাক্তার আবদুল হেকিম খাঁর তফছিরুল-কোরআনের প্রশংসা করিয়াছেন, পরে নিন্দা করিয়াছেন।

উত্তর

ডাক্তার আবদুল হেকীম খাঁর আকীদা ও আমল খারাপ হওয়ার দরুণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহাকে জমাত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। সে যখন আহমদী ছিল তখন এক তফসির লিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন লিখা হইতে হাওয়ালা দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারে নাই যে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-ডাক্তার আবদুল হাকিমের তফসীরের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর মৌলানা সাহেবকে মিথ্যা কথায় যেমন অভ্যস্ত দেখিতেছি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, বাস্তবিকই মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রশংসা করিয়াছিলেন। মৌলানা রুহুল আমিনের কথা কিংবা ডাক্তার আবদুল হেকীম খান নিজেও যদি লিখিয়া থাকে যে মীর্যা সাহেব প্রথমে আমার তফসীরের প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

আর যদি বিশ্বাস করিয়াও লই যে, বাস্তবিক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা হইলেও হইতে পারে যে, তফসীরের কোন কোন অংশের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সমস্ত তফসীরের প্রশংসা করেন নাই এবং তফসীরের অন্যান্য অংশে ইসলামের বিপরীত আকীদা দেখিয়া নিন্দা করিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন যে, সে তফসির লিখিবার উপযোগী নয়। তফসিরের কোন কোন অংশ প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও সমস্ত তফসীরখানা প্রশংসার উপযুক্ত না-ও হইতে পারে। বিশেষতঃ মুরতাদ হইয়া যাওয়ার পর সে তাহার তফসীর হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া সেইখানে অনুরূপ কথা লিখিয়া দিয়াছে এবং ইহা সে নিজেই তাহার রেসালা জিক্রুল হেকীম নং ৪—৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছে।

সুতরাং ডাক্তার আবদুল হেকীমের তফসীরের প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে কোন রকম বৈষম্য নাই। এই কথার মধ্যে বৈষম্য দেখান মৌলানা সাহেবের ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নহে।

৮নং ভুল

প্রথমে মীর্যা সাহেব নিজকে হযরত ইসা (আঃ) হইতে কম মরতবার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পরে হযরত ইসা (আঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

ঠিক এই রকম যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রথমে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ইনুস (আঃ) হইতেও নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং পরে বিশ্বের সমস্ত নবী ও রসুলগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করিয়া আসিয়াছি।

৯নং ভুল

মীর্যা সাহেব হযরত ইসা (আঃ)-এর মাটি দিয়া পাখী বানানের মোজেজা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কখনও বলিয়াছেন মেছমেরিজম, কখনও বলিয়াছেন তালাবের মাটিতে রুহুল কুদুসের তাছির ছিল, কখনও বলিয়াছেন কাঠের কল, কখনও বলিয়াছেন নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদিগকে মসিহ (আঃ) নিজের সহচর বানাইয়া ছিলেন।

উত্তর

এস্থলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাকে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, পাঠক তথায় দেখিয়া লইবেন। এখানে শুধু এই বলিতে চাই যে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, হযরত হযরত ইসা (আঃ) মাটি দিয়া পাখী বানাইয়া ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং উহা বাস্তবিকই জানদার পাখী হইয়া যাইত। এমন কি কেহ কেহ বলেন, বাদুড় বা 'চামচিকা' পাখী হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্টি।

ইহা কোরানের প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (رعد)
خلق كل شيء فقدره تقديرا (فرقان)
هل من خالق غير الله -

এবং হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরানের উক্তি—
تخلق من الطين كهيئة الطير

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই আয়াতের কয়েক প্রকারের অর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ ইহাও হইতে পারে যে, হযরত ইসা (আঃ) মেছমেরিজম বিদ্যা এলহামি ভাবে জ্ঞাত হইয়া নিজের আত্মার উত্তাপের সাহায্যে মাটি দিয়া পাখী বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দিতেন, এবং ইহাও হইতে পারে যে, এলহামি জ্ঞানের সাহায্যে কোনরূপ কল তৈয়ার করিবার হেকমত শিখিয়াছিলেন এবং ইহাও হইতে পারে, (যেমন খ্রীষ্টানগণ স্বীকার করিয়া থাকে যে, হযরত ইসা (আঃ) এক তালাবের মধ্যে যাতায়াত করিতেন) কোন তালাবের মাটির মধ্যে রুহুল কদ্দুছের তাছির ছিল এবং তিনি সেই মাটি দিয়া পাখীর মত বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দিতেন যেমন মুসা (আঃ)-এর লাঠি কতক্ষণের জন্য সাপ হইত; কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, মাটি সদৃশ উম্মী নিরক্ষর লোকদিগকে পাখী যেমন নিজের ছানাদিগকে সযত্নে নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়া ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া দেয়, তিনিও শিষ্যদিগকে নিজের রুহানিয়তের উত্তাপ দিয়া যত্নে হেদায়ত ও তরবিয়ত করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ইসা (আঃ)-এর এই মোজেজার মধ্যে যে, কোন প্রকারের উলুহিয়ত বা ঈশ্বরত্ব নাই, বরং ইসা (আঃ)-এর এই কাজ যে বিরুদ্ধ পক্ষের মোকাবেলাতে অপরাজেয়. অসাধারণ ও অতুল ছিল বলিয়া মোজেজা ছিল, তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইসা (আঃ)-এর মোজেজা অস্বীকার করেন নাই বরং মোজেজার হকিকত (তাৎপর্য্য) বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন জমানার নবীদের মোজেজা ভিন্ন ভিন্ন জমানা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

মুছা (আঃ)-এর ল ঠিকে সাপ বানাইয়া দেখান বর্তমান জমানার উপযোগী নয় বলিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) এরূপ মোজেজা দেখান নাই। এইরূপ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, মেছমেরিজমের সাহায্যে মোজেজা দেখান আমি পছন্দ করি না অর্থাৎ ইহা জমানার উপযোগী নয়, যেরূপ রসুল করীম (সাঃ) লাঠিকে সাপ বানাইয়া দেখান পছন্দ করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনিও ইহা দেখাইতে পারিতেন।

খ্রীষ্টানগণ হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজাকে অতিরঞ্জিত করিয়া যে মোশরেকী আকিদার প্রচার করিয়াছে খ্রীষ্টানদের মোকাবেলাতে এবং খ্রীষ্টানদের আকীদার সাহায্যকারী মুসলমান মৌলানাদের প্রতি-বাদে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই প্রকার মোশরেকি আকীদার খণ্ডন করিয়া কোরান শরীফে বর্ণিত আয়াতের যুক্তিসঙ্গত অর্থ করিয়াছেন এবং যত প্রকার সম্ভাবিত অর্থ হইতে পারে তাহা পেশ করিয়াছেন। এই বর্ণনাতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই। এই যুক্তিসঙ্গত অর্থগুলি এইরূপ অতি রঞ্জিতও নয় যাহাতে হযরত ইসা (আঃ) খোদা বা খোদার পুত্র হওয়া প্রমাণ হইতে পারে এই জন্যই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই মোজেজার অতি-মানবীয় গুরুত্ব নাই বলিয়াছেন।

আমাদের অনুরোধ, পাঠক এসম্বন্ধে বিস্তৃত অবগত হইতে চাহিলে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব "এজালায়ে-আওহাম" পাঠ করিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবেরা হযরতের কি রকম জ্ঞানপূর্ণ কথাকে কি রকম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়া থাকে।

১০নং ভুল

মীর্যা সাহেব দাজ্জাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও প্রত্যেক সত্য গোপনকারী দুনিয়া-দারকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। কখনও বর্তমান জমানার উন্নতজাতি সকলকে দাজ্জাল বলিয়াছেন, কখনও পাদরীদিগকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। কখনও ইবনে ছায়্যাদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

উত্তর

দাজ্জাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কাদিয়ানি-রদ পুস্তকেই মিথ্যা নবুওতের দাবীকারীদিগকে দাজ্জাল বলিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে হাদীছ পেশ করিয়াছেন—এই হাদীসে ত বহু দাজ্জালের কথা আসিয়াছে।

আর আখেরী জমানায় দাজ্জাল বাহির হইবার কথাও মৌলানা সাহেব স্বীকার করেন। আর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সামনে হযরত উমর কছম খাইয়া ইবনে ছায়্যাদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন এবং আঁ-হযরত অস্বীকার করেন নাই। বরং হযরত (সাঃ) "সন্দেহ করিয়া বলিয়াছেন, আমার সময় যদি দাজ্জাল বাহির হয় আমি দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিব।" বুখারী ও মুসলিম দ্রষ্টব্য।

দাজ্জাল সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত মৌলানা সাহেবগণও পোষণ করিয়া থাকেন।

این گنا هیست که در شهر شما نیز

میکنند فما هو جوابکم فهو

جوابی

তাহাদের যে উত্তর আমাদেরও সেই উত্তর। আহ্‌মদী জমাতের বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ

দাজ্জালের প্রকৃত অর্থ কি, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া আঁ-হযরত দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দাজ্জালের প্রকৃত তত্ত্ব ও ব্যাপক অর্থ ইত্যাদি গোপন করিয়া কিংবা অজ্ঞতা বশতঃ, এক কিম্ভুতকিমাকার আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের কাহিনীর মত আশ্চর্য্য কাহিনী অজ্ঞ জন-সাধারণকে শুনাইয়া রাখিয়াছেন। তাই এখন মৌলানা সাহেবেরা দাজ্জালের ব্যাপক অর্থও প্রকৃত তত্ত্ব শুনিয়া ভেবাচেকা খাইয়া, আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করেন।

যে কুফরী শক্তির প্রভাবে ইসলাম ও মুসলমান জাতি আজ বিধ্বস্ত, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসা নিয়া সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া ছলে বলে যাহারা লোকের ধন ও ইমান নষ্ট করিয়াছে, কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা বাহির হইয়াছে, দ্রুত-গামী বাহনের (গাধার) সাহায্যে যাহারা সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত, দেশের মশরিক হইতে মগরিব পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের দাজ্জাল হওয়া সম্বন্ধে কোন মুসলমান সন্দেহ করিতে পারে না।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করিয়া আসিয়াছি এবং মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সত্যান্বেষী পাঠক আরও গভীর তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

১১নং ভুল

দাব্বাতুল-আরজ সম্বন্ধে মীর্যা সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত। প্লেগের কীটকে দাব্বাতুল-আরজ বলিয়াছেন, আবার ঐ সমস্ত ওয়াজ ব্যবসায়ী আলেমগণকে দাব্বাতুল আরজ বলিয়াছেন, যাহারা নিজেদের মধ্যে আছমানি শক্তি রাখে না।

উত্তর

ভাষা তত্ত্ববিদগণ আমার এই কথা স্বীকার করিবেন যে, প্রত্যেক ভাষায় এবং উম্মুল-আলছেনা আরবী ভাষায় এই রকম বহু শব্দ ও বাক্য আছে যাহার একাধিক ও বহু অর্থ হইতে পারে। অফুরন্ত জ্ঞানপূর্ণ কোরান শরীফে ظهر ও بطن প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে।

আখেরী জমানায় দাব্বাতুল-আরজের দুই অর্থই মসিহে মাওউদ (আঃ) করিয়াছেন, জমিনী বা জমিনী কীট বলিতে আখেরী জমানার দুনিয়াদার মৌলবী-মৌলানা, যাহারা মানুষের সঙ্গে ধর্ম নিয়া দুনিয়াদারী ব্যবসা হিসাবে কালাম করিবে তাহাদিগকেও দাব্বাতুল-আরজ বলা হইয়াছে। আর আখেরী জমানায় আল্লার আজাব রূপ যে জমিনী কীট মানুষের গ্রীবাদেশে জখম করিবে অর্থাৎ প্লেগের কীট তাহাকেও দাব্বাতুল-আরজ বলা হইয়াছে।

এক বাক্যের দুই অর্থ এবং সহী অর্থই দুইটি হইতে পারে। ইহাতে মৌলানা সাহেবের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ব্যাখ্যা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কোন্ ব্যাখ্যার বিপরীত তাহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উল্লেখ না করিয়া "মীর্যা সাহেব নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন" বলিয়া জন সাধারণকে ধোকা দিয়াছেন।

দাব্বাতুল-আরজ যে কেয়ামতের এক চিহ্ন এই কথা সত্য। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও মসিহে মাওউদের বর্ণনায় النغف فى رقابهم প্লেগকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের উপর আজাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ইহাও কেয়ামতের চিহ্ন, আর ধর্ম নিয়া যে মৌলানা সাহেবেরা ব্যবসা করিবে ইহাকেও কেয়ামতের চিহ্ন স্বরূপ تعلم لغـ يهود ين বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং দাব্বাতুল-আরজের এইরূপ ব্যাখ্যা ঠিক হইবার সঙ্গত কারণ আছে।

আবু দাউদের হাসিয়ায় লিখিত আছে ঃ—

قبل فى التوفيـق بين روايـة
الدابـة ان يكون جاسـوسا دابة

على الانسان لغة فانه اسم لكل ما يدب على الارض (برحاشية ابو داؤد كتاب الملاحم ص ٢٣٤)

সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দাব্বাতুল-আরজের যে দুই রকম অর্থ করিয়াছেন এই দুই রকম অর্থই সহী এবং উহাতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই।

১২নং ভুল

মেরাজ সম্বন্ধে মীর্যা সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত। কখনও বলিয়াছেন সশরীরে আসমানের দিকে মেরাজে গমন করিয়াছেন, আবার কখনও বলিয়াছেন এই অনুজ্জল শরীরের সহিত মেরাজ হইয়াছিল না বরং উহা অতি উচ্চ ধরণের কাশফ ছিল।

উত্তর

সশরীরে অর্থাৎ জড় দেহের সহিত মেরাজ হইয়াছিল এই কথা হযরত মসিহে মাওউদ কোথাও লিখেন নাই, বলেনও নাই। অনুজ্জল অর্থাৎ জড় দেহের সহিত মেরাজ হওয়া সব সময়ই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উজ্জল নূরাণী জিছিমের সহিত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মেরাজ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে স-শরীরে মেরাজ বলা বড় ধৃষ্টতা। উজ্জল নূরানী জিছিমের সহিত মেরাজ আর কাশ্‌ফে মেরাজ একই কথা, রূহানী জগৎ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলেও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বুঝিতে পারিতেন যে, এই জড় দেহ ছাড়াও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার নূরাণী দেহ লাভ করিয়া থাকেন, যে দেহের সাহায্যে অলিউল্লাগণ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দুনিয়ায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং একই সময়ে একজন অলিউল্লাকে বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়াছে বলিয়া রেওয়ায়েত শুনা যায়।

এই রকম নূরানী সূক্ষ্ম জিছিমের সহিত রসুল (সাঃ)-এর মেরাজ হইয়াছে বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন, ইহা অতি উচ্চ ধরণের কাশ্‌ফ্‌।

سخن شناس نئ دلبرا خطا اينجاست

১৩নং ভুল

মীর্যা সাহেব ইসা (আঃ)-এর পয়দাএশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন 'ইসা (আঃ) বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন আর কোথাও লিখিয়াছেন "হযরত মসিহ নিজের পিতা ইউসুফের সহিত।"

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হযরত ইসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় পয়দাএশ স্বীকার করিয়াছেন, আর বহু জায়গায় ইহা প্রমাণও করিয়াছেন। আর, যেখানে ইসা (আঃ)-এর পিতা হিসাবে ইউসুফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানে পালক-পিতা হিসাবে বলিয়াছেন, জন্মদাতা পিতা হিসাবে নয়।

এই সহজ কথাটা মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই তাহা কেমন করিয়া মনে করিব? তবে কি তিনি পাবলিককে ধোকা দিবার জন্য এরূপ লিখিয়াছেন?

১৪নং ভুল

মীর্যা সাহেব "খোদার বেটা" হওয়ার আকীদাকে সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর গোমরাহি যাহার দরুণ আছমান জমিন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চায় বলিয়াছেন।

আবার নিজেও খোদাই দাবী, খোদার পুত্র হওয়ার দাবী ইত্যাদি করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা এবং মস্ত বড় ধোকা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খোদা বা খোদার পুত্র হওয়ার দাবী করেন নাই।

لعنة الله على الكاذبين —

বরং ওহি, এলহাম, কাশফ ও স্বপ্নে এই রকমের শব্দ বা কথা দেখা গেলে ইহার যে রূপক ও ইসলাম সম্মত অর্থ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিয়া মানুষের

পূজারী মুশরিকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে. এই রকম কথা ঐশী ভাষায় থাকিলেও ইহার মুশ্‌রেকী অর্থ করা মানুষকে অতি মানব কিছু মনে করা মস্ত বড় গুমরাহী।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি এই কিতাবের অন্যত্র করিয়া আসিয়াছি। পাঠক তথায় দেখিয়া লইবেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবগুলি পাঠ করিলে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবেরা কি জঘন্য প্রকৃতির মানসিকতা নিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া পেশ করেন।

১৫নং ভুল

মীর্যা সাহেব কোথাও খ্রীষ্টানদের ইঞ্জিলকে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াছেন। আবার তিনি বোখারি শরীফের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে। এই কিতাবগুলিতে কোনরূপ শব্দের পরিবর্তন নাই।

উত্তর

এই দুই কথার মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই কারণ "পরিবর্তিত ও বিনষ্ট' হওয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের মত, আর "শাব্দিক পরিবর্ত্তন হয় নাই", ইহা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বুখারীর মত ও ইমাম মাহদীর মত কোন কোন মহলায় এক রকম না হইলে ইহাকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের কথায় আত্মবিরোধ বলা মৌলানা সাহেবের ভুল।

ইঞ্জিল সম্বন্ধে কোরান শরীফের يحرفونه কথার অর্থ বুখারী শরীফে يؤولونه করা হইয়াছে। অর্থাৎ "তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থের তহরীফ করে" অর্থ—মানের পরিবর্তন করে। খ্রীষ্টানগণ শাব্দিক পরিবর্তন না করিয়া মানের পরিবর্তন করিয়া ধর্মকে নষ্ট করিয়াছে, ইহাই বুখারীর কথার অর্থ।

শাব্দিক তহরীফ হয় নাই আভ্যন্তরীন তহরীফ হইয়াছে। এই দুই কথার মধ্যেও আত্মবিরোধ মনে করা মৌলানা সাহেবের আর এক ভুল।

১৬নং ভুল

মীর্যা সাহেব খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদকে গ্রীকদের মুশরেকি শিক্ষা হইতে পৌল কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। আবার নিজেও ত্রিত্ববাদ মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তর

খ্রীষ্টানি ও মুশরেকী ত্রিত্ববাদের নিন্দা করিয়াছেন, ইহাত ধ্রুব সত্য কথা। কিন্তু তিনিও এই খ্রীষ্টানি ত্রিত্ববাদ মত গ্রহণ করিয়াছেন ইহা মৌলানা রহুল আমিন সাহেবের জলন্ত মিথ্যা।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খ্রীষ্টানী ত্রিত্ববাদকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়া ইসলামি তৌহিদের যে বীজ বপন করিয়াছেন তাহারই ফলে ইসলামি কলেমার মহা-মহীরুহ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে আপন ছায়াতলে একত্র করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতের দুনিয়া ইহার সাক্ষ্য দিবে। আর তিনি "পাক ত্রিত্ববাদ" নামে যে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খ্রীষ্টানি ত্রিত্ববাদ নহে। বরং ইহা খ্রীষ্টানি ত্রিত্ববাদের খণ্ডন এবং ইসলামি তৌহীদ ও ঐশীপ্রেমের আধ্যাত্মিক স্বরূপ।

"তছলিছ" শব্দকে বাহানা করিয়া মৌলানা সাহেব যেরূপ বিকৃত অর্থ করিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেবের আধ্যাত্মিকতার নিতান্তই অভাব প্রতিপন্ন হয়।

আমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখিয়া আছিয়াছি, পাঠক এই কিতাবে যথাস্থানে ইহা পাঠ করুন। এখানে আমার বক্তব্য শুধু এই যে, ইসলাম শিক্ষায় আল্লাহকে মান্য করা, ফেরেস্তাকে মান্য করা, আল্লার কিতাব

সমূহকে মান্য করা, আল্লার রসুল সমূহকে মান্য করা, এবং তকদীর বিশ্বাস করা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ। এখন যদি মৌলানা সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, খ্রীষ্টানরা ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস করে, আর আপনী ষড়বাদ, অর্থাৎ ছয় খোদা মানেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের যদি নেহায়ত সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব না ঘটিয়া থাকে তিনি বলিবেন যে, ইসলামি কলেমার এই ৬ প্রকারে বিশ্বাসকে ৬ খোদা বলিয়া আমরা মানি না, বরং এক খোদা এবং বাকী এই পঞ্চ প্রকারের কথার উপর বিশ্বাস রাখাকেই ইমান বলে এবং ইহাই প্রকৃত তৌহীদ এবং পবিত্র ষড়বাদ।

এই রকম পাক তছলীছ অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলিতে মসিহে মাওউদ (আঃ) মানুষের প্রতি আল্লার মহব্বত এবং আল্লার প্রতি মানুষের মহব্বত এবং এতদুভয়ের মিলনে এক রুহুল কুদুসের আবির্ভাব হইয়া আল্লার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া—এই তিনটা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে "পাক তছলীছ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখানে তিন খোদা স্বীকার করার নাপাক তছলীছ কোথায়? মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের নিজের উদ্ধৃত করা এবারতই যে মৌলানার এই মিথ্যা উক্তির খণ্ডন করিতেছে। খ্রীষ্টানী ভাষায় মুশেরেকী অর্থে তছলিছের ব্যবহার আছে বলিয়া কি আমাদের পক্ষে ভাল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে?

একটু গভীর বুদ্ধির ব্যবহার করিলে মৌলানা সাহেবও বুঝিতে পারিবেন যে, ভাল শব্দগুলির খারাপ ব্যবহার দূর করিবার জন্য আবার সেগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ভাল অর্থে ব্যবহার করিতে থাকিলে ক্রমশঃ উহাদের মন্দ অর্থ দূর হইয়া যাইবে। হিন্দুগণ অবতার শব্দকে এক মুশরেকী অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কেহ কেহ এখনও করিতেছে। কিন্তু আমরা যদি অবতার শব্দকে উহার প্রকৃত পবিত্র অর্থে, আর্থাৎ আল্লার তরফ হইতে প্রেরিত নবী অর্থে ব্যবহার করিতে থাকি তাহা হইলে ক্রমশঃ হিন্দুদের মন হইতে ঐ অস্বাভাবিক অর্থ দূর হইয়া উহার নেহায়ত স্বাভাবিক ইস্‌লামি অর্থ স্থান পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে যে তাহারা ভুল করিয়া আল্লাতালার নবীদিগকেই। যাহারা নিতান্তই মানুষ ছিলেন। স্বয়ং খোদা মনে করিয়া বসিয়াছিল। فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

১৭নং ভুল

মীর্যা সাহেব দাজ্জালের কার্য্যকলাপ—মারিয়া ফেলিয়া জীবিত করা, বেহেস্ত-দোজখ সঙ্গে করিয়া ফেরা, আসমান ও জমিন তাহার ক্ষমতাধীনে আসা ইত্যাদি কথাকে এবং ইসা (আঃ)-এর মাটি দিয়া পক্ষী প্রস্তুত করিয়া জীবিত করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদিকে মুশরেকি আকিদা, আল্লাহ্‌তা'লার সিফতে শরিক করা, মনে করিয়াছেন; আবার নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা যখন কল্যাণ মূলক কোন প্রকার বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা করেন তখন আমাকে তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ও ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নিজের জাতি তাজাল্লি হইতে তাঁহার ইচ্ছা, এলম, অঙ্গ, প্রকৃত তৌহিদ ও একত্বের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লন। ইহাতে বুঝা যায় মীর্যা সাহেব খোদার সমস্ত কার্য্য কারবার ওকালত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এতটুকু জ্ঞানও রাখেন না যে, মানব-জগতে যখন সয়তানী প্রভাব বিস্তার লাভ করে, মানুষ ইসলামি তৌহীদের স্বর্গ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আল্লাহ্‌কেও ভুলিয়া ভৌতিক বাসনা সমূহের পূজায় লিপ্ত ও ব্যপৃত হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্‌তালা তাঁহার তৌহীদের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ নবীগণের আবির্ভাব করিয়া থাকেন এবং মানব-জগত হইতে সয়তানী প্রভাব দূরীকৃত করিয়া নূতনভাবে এক আধ্যাত্মিক-জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এই আধ্যাত্ম জগতের সৃষ্টির কাজে আল্লার নবীগণই রূপকভাবে আল্লার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ আল্লার ইচ্ছার প্রকাশক হইয়া থাকেন। রূহানিয়ত সম্বন্ধে যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহাদের পক্ষে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই সমস্ত আধ্যাত্মিক কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিনও নয়, আপত্তিকরও নয়। এইজন্যই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাতকে আল্লার হাত বলা হইয়াছে— يد الله فوق ايد يهم এবং রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন—

ما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها

(بخارى كتاب الرقاب باب التواضع)

"নফল এবাদত করিতে করিতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে, এমন কি, আমি তাহাকে ভালবাসি। আমি যখন তাহাকে ভালবাসি তাহার কাণ হই যে কান দিয়া সে শুনে, তাহার চক্ষু হই যে চক্ষু দিয়া সে দেখে, তাহার হাত হই যে হাত দিয়া সে ধরে এবং তাহার পদ হই যে পদ দিয়া সে চলে।" (বুখারী)

এই সমস্ত কথার মর্ম, আর দাজ্জালের খুদাই শক্তির অধিকারী হওয়া, হযরত ইসা (আঃ)-এর কতকগুলি পাখীর সৃষ্টিকর্তা হইয়া আল্লার শরিক হওয়ার মর্ম এক নহে। বাহ্য জগতে খুদাই শক্তির অধিকারী হওয়া আর রাহানী জগতের সৃষ্টির কাজে রূপকভাবে আল্লার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ হইয়া আল্লার ইচ্ছার প্রকাশক হওয়াকে এক কথা মনে করা মূর্খতা নয়ত আর কি?—

بينما انا فى هذه الحالة الخ

আর মসিহে মাওউদ আঃ)-এর এই স্বপ্নে দর্শিত বৃত্তান্তকে বাহ্য জগতের ঘটনার মত অর্থ করিয়া পেশ করা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের প্রকাশ্য ধোকা। পাঠক আইনায়ে-কামালাত-ইসলাম কিতাবখানা খুলিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই বর্ণনা তাঁহার স্বপ্ন দর্শিত এক বৃত্তান্ত, যাহাতে রূপকভাবে এক রূহানী হকিকত বর্ণিত হইয়াছে।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার এই কাদিয়ানি পুস্তকের ৪র্থ ভাগে এই এবারতের পূর্ববর্ত্তী অংশটুকু—

رأيتنى فى المنام

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি' উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে আসিয়া তিনি স্বপ্নের কথা বাদ দিয়া এবারত পেশ করিতেছেন। এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির ধোকায় মৌলানা সাহেব তাঁহার কাদিয়ানী-রদ পুস্তকের পাঁচ খণ্ড ভরিয়া রাখিয়াছেন। এই এবারতের বিস্তৃত আলোচনা আমি ৪র্থ খণ্ডের উত্তরে করিয়া আসিয়াছি। পাঠক যথাস্থানে পাঠ করুন।

আর বারাহিনে-আহমদীয়ার এবারত—

انما امرك اذا اردت شيئا ان نقول له كن فيكون

পাঠক, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই এলহাম বারাহীনে আহমদিয়ার ৫।৯৫ পৃষ্ঠায় নাই। এই রেফারেন্স মৌলানা সাহেবের ইচ্ছাকৃত ভুল। মৌলানা সাহেব অন্যত্র এই এলহামের রেফারেন্স "হকিকতুল ওহি" বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে রেফারেন্স বদলাইয়া অন্য কিতাবের নামে বয়ান করার উদ্দেশ্য এই যে পাঠক হকিকাতুল ওহির ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই এলহামে আল্লাহতালাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। কোরান শরিফে এই ধরণের কালাম বহু ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—

اياك نعبد

"আমি তোমারই এবাদত করিতেছি", এস্থলে যেমন আল্লার কালামে এই কথা মানুষকে বলিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি এই এলহামও ঠিক এই রকম।

হকিকতুল-ওহি ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

رب انی مغلوب فانتصر فسحقہم تسحیقا۔ زندگی کے فیض سے دور جا پڑے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول لہ کن فیکون —

"হে আমার রব, আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও; তাহারা জীবনের পদ্ধতি হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। ইহা কেবল তোমারই কাজ যে তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা কর, বল হও, অমনি হইয়া যায়।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন ইহা মৌলানার ভুল নয়, প্রকাশ্য ধোকা।

১৮নং ভুল

মীর্যা সাহেব কখনও জাহেরী 'ছবব' অবলম্বন করাকে শেরেকের মূল বলিয়াছেন। আবার জাহেরি ছববগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি লোককে মুশরেক বানাইলেন কি-না?

উত্তর

মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই যে, জাহেরী সববের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং জাহেরী সববকেই আদি কারণ ও আসল কারণ মনে করিয়া সববের উপর সম্পূর্ণ ভরষা করা, এক কথা নহে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যাহা লিখিয়াছেন তাহার আগা-গোড়া পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যেখানে জাহেরী শিরকের মূল বলিয়াছেন সেখানে জাহেরী ছববের উপর সম্পূর্ণ ভরষা করিয়া এলাহি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কথা বলিয়াছেন। আল্লার উপর ভরসা রাখিয়া এবং জাহেরী ছববগুলির কার্য্যকারিতাও আল্লার তরফ হইতে থাকে এই বিশ্বাস রাখিয়া জাহেরী ছববগুলির ব্যবহার তিনি নিষেধ করেন নাই। তিনি যেখানে জাহেরী ছববগুলিকে শিরীকের মূল বলিয়াছেন যেখানে যাহারা জাহেরী ছববকেই প্রকৃত কার্য্যকরী মনে করিয়া আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকার করিয়াছে এই রকম নেচারী ও নাস্তিকদের কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নাস্তিকতার মূল কারণ জাহেরী ছববগুলিকেই আসল ও আদি কারণ মনে করা। কিন্তু এই কথা দ্বারা জাহেরী ছববগুলি আল্লার দেওয়া উপায় হিসাবে অবলম্বন করা মৌলানা নুরুল আমিন সাহেব নিষেধ বুঝিলেন কোন কথা হইতে? ইহা মৌলানা সাহেবের বুদ্ধির বা জ্ঞানের অভাব নয় কি? (ক্রমশঃ)

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী
অন্তর মুখী

ঈদে মিলাদুন্নবী ঃ

সারা মোসলেম বিশ্বে ঈদে মিলাদুন্নবী প্রতিপালিত হয়েছে। পাকিস্তানে দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে। তা'ছাড়া শহর বন্দরে দেশের আনাচে-কানাচে রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পত্র-পত্রিকাদি এই ব্যাপারে কিছুটা তৎপর হয়েছে। কোন কোন মসজিদে সারা রাত্রি ধরে ওয়াজ মাহফিল চলেছে। ছাত্র ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনার জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এসব খুবই কাম্য। কিন্তু এসব সত্বেও দিবসটি প্রতিপালনের লক্ষ্য হাসেলে আমরা পূর্ণ কামিয়াবি লাভে সমর্থ হবো না যে পর্যন্ত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের সাথে আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সংযোগ দিন দিন নিবিড় হতে নিবিড়তর না হবে। তাঁর জীবন সুন্দর ছিলো, মহান ছিলো—এ কথা বলাতে রসুলুল্লা (সাঃ)-এর কোন ফায়দা হবে কি না জানি না, তবে আমাদের কোনই ফায়দা হবে না যে পর্যন্ত না আমরা তাঁর সুন্দর ও মহান জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে যথাসাধ্য সক্রিয় না হয়ে উঠি। এজন্য নবীজিকে জানতে হবে, অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। অপরের কাছেও তাঁর আদর্শকে তোলে ধরতে হবে। এজন্য সর্ব-প্রকার কোরবানীর জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

এখনও কি সময় হয়নি ঃ

সাম্প্রতিক যুদ্ধে আরবদের পরাজয় খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু যা' ঘটে গেছে তা' আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে এই পরাজয় হতে কতকগুলো শিক্ষা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে এমনটি আর হতে পারবে না। শুধু তাই নয়। পরাজয়ের এই গ্লানি মুছে আবার মুসলমানেরা জগত সভায় শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

যারা এখনও স্বপ্নের রাজ্যে বাস করে মনে করেন মুসলমানদের এখনও অধঃপতন হয়নি—বিশেষ করে আরব দেশগুলোর, তাদেরকে সে স্বপ্নের মোহ কাটিয়ে ওঠতে হবে। মুসলমানদের অধঃপতন যে চরমে পৌঁছেছে চিন্তাশীল কোন লোকের নিকট ইহা আর তর্কের বস্তু নয়। এখানে একটি কথা গভীরভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে মোসলেম দুনিয়ার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, ইসলামের আদর্শ ছেড়ে দিলে তারা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানই নয় এখানে সেখানে আদর্শও ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। এ করে তারা বাঁচতে পারবে না। ইসলামের আদর্শ ছেড়ে দিলেও তথাকথিত মুসলমান হিসাবেই তাদেরকে মার খেতে হবে, লান্ছনা গন্জনা ভোগ করতে হবে। সুতরাং শির উঁচু করে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আল্লাহ্ বলেছেন, ইসলামের হেফাজতের জন্য নতুন জাতির পত্তন করবেন। একদিকে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা আরবদের বিপদ ও পরিণতির ইংগিত বহন করে আনছে তেমনি এই অধর্মের যুগে ইসলামের নামে নতুন দেশ ও রাষ্ট্র পাকিস্তানের মোসলেম জগতের

জন্য শুভ সংকেতও বহন করছে। এতে পাকিস্তানীদের বিরাট দায়িত্বের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে, বিপদের রূপ নিয়ে ইহা ধরা দেয়।

এখানে আরো একটি সুসংবাদ দিচ্ছি—যাতে সব নৈরাশ্য দূর হয়ে মোসলেম দুনিয়া নতুন আশা উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণায় মুখর হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের চরম অধঃপতনের দিনে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শুভাগমণের বহু ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে ইমাম মাহদী (আঃ) এসেছেন। তাঁর পূণ্য নাম হয়ত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তিনি আল্লাহ্‌র বাণী পেয়ে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামের বিজয় অভিযানে তাঁর সাথে হিস্যা নেবার জন্য। বুকে বরফের পাহাড় ঠেলে এসে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন—নবী করীম (সাঃ)। মুসলমানদের সামনে যে বিপদের পাহাড় দেখা দিয়েছে তা' ঠেলে এসে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করে ইসলামের আদর্শকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে রূপায়নের মধ্যে শুধু মোসলেম বিশ্বই নয় সারা বিশ্বের মুক্তি নিহীত রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত এই পথই মুসলমানদের দুর্গতি মুক্তির সিরাতুল মুস্তাকীম্‌।

★

॥ আহমদী জামাতের ইমাম (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর ॥

মৌলানা ফারুক আহমদ শাহেদ

রাবওয়া ৭ই জুলাই ঃ—সৈয়দেনা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও নাস্তিক জাতিসমূহের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাইবার জন্য ইউরোপের পথে করাচীর উদ্দেশ্যে গত ৬ই জুলাই রাবওয়া ত্যাগ করেন। রাবওয়াবাসী এবং দূর দূর হইতে আগত হাজার হাজার আহ্‌মদী বন্ধু-বান্ধব রেলওয়ে ষ্টেশনে সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় ইমামকে আন্তরিক ভালবাসা ও দোয়ার সহিত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

সহযাত্রীগণের নাম

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুরের এই লিল্লাহী সফরে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সাহেবযাদা মীর্যা মোবারক আহমদ সাহেব (ওকীলুত্তবশীর) মোকররমী চৌধুরী মোহাম্মাদ আলী সাহেব এম, এ (প্রাইভেট সেক্রেটারী) এবং মোকররমী জনাব আবদুল মান্নান সাহেব দেহলভী (খাদেম), তদুপরী আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)-এর বেগম সাহেবা হযরত সৈয়দা মনছুরা বেগম, হযরত সাহেবজাদা মীর্যা মোবারক আহমদ সাহেবের বেগম সাহেবা সৈয়দা তৈয়বা বেগম। তাঁহারা উভয়েই নিজেদের খরচে হুজুরের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

খেলাফত ভবন হইতে নির্গমন

৬ই জুলাই সকাল সাড়ে নয় ঘটিকায় হুজুর খেলাফত ভবন ত্যাগ করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও অপরাপর বন্ধু নিজস্ব মোটরে হুজুরকে অনুসরণ করিতেছিলেন। হুজুর সর্ব-প্রথম সৈয়দা উম্মে মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেবার [তিনি হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাজিঃ)-এর বেগম সাহেবা] বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য গমন করেন।

বেহেস্তী মক্‌বেরাতে দোয়া

সৈয়দা উম্মে মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেবার নিবাস হইতে বাহির হইয়া হুজুর বেহেস্তি মকবেরাতে গমন করেন। সেখানে উম্মুল মোমেনীন (রাজিঃ) ও মোসলেহিল মাওউদ (রাজিঃ) ও হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাজিঃ)-এর মাজারত্রয়ে ও অন্যান্য

বুজুর্গানদের মাজারে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীগণসহ দোয়া করেন।

রাবওয়া ষ্টেশনে আগমন

বেহেস্তী মকবেরা হইতে বহির্গত হইয়া ৯-৫০ মিনিটে হুজুর ষ্টেশনে পৌঁছেন। সেখানে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ সুশৃঙ্খলার সহিত সারিবদ্ধভাবে হুজুরের দর্শন প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হুজুরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহু আ'কবার, ইসলাম জিন্দাবাদ, হযরত আমীরুল মোমেনীন জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থে হুজুর একটি চেয়ারের উপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকেন। এই সময় জনাব মোহাম্মাদ আহমদ আনোয়ার, হযরত সৈয়দা নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবার লিখিত একটি নজম "আয় বন্দায়ে সুবহান খোদা হাফেজ ও নাসের" সুললিতকণ্ঠে পাঠ করিয়া শুনান।

দোয়া

চেনাব এক্সপ্রেস লালিয়ান পৌঁছার এবং রাবওয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ ১০—১০ মিনিটে পৌঁছিলে হুজুর মোনাযাত আরম্ভ করেন। দোয়ার মধ্যে সমবেত জনতা সামীল হন। এই দোয়া সাত মিনিট কাল স্থায়ী হয়। গাড়ী ২০—৩৫ মিনিটের সময় রাবওয়া প্লেটফর্মে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। হুজুর যখন সঙ্গীগণ সহ গাড়ীতে আরোহন করেন তখন পুনরায় রাবওয়ার আকাশ বাতাস ইসলামি ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। ঐ সময় প্রায় সকলের চক্ষু হইতেই অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। স্বয়ং হুজুরের চক্ষুদ্বয়ও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। হুজুর ট্রেনের দরজায় দাঁড়াইয়া হাতের ইশারায় ভক্তবৃন্দের সালামের উত্তর দিতে ছিলেন।

সদকা স্বরূপ ছাগল জবাই

গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরের পক্ষ হইতে ৭টি ছাগল জবাই করা হয়। সাহেবজাদা মীর্যা আনছ আহমদ সাহেবের পক্ষ হইতে ১টি ছাগল, হুজুরের খান্দানের পক্ষ হইতে কয়েকটি ছাগল জবাই করা হয়। রাবওয়ার স্থানীয় আঞ্জুমানের তত্বাবধানে ঐ দিন প্রত্যেক মহল্লায়ও ছাগল জবাই করা হয়।

দোয়ার আবেদন

৮ই জুলাই পিঃ আইঃ এঃ বিমান যোগে হুজুর ইউরোপের পথে করাচী ত্যাগ করেন। বন্ধু-বান্ধব দের কাছে দোয়ার আবেদন করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন হুজুরের জন্য দোয়া করিতে থাকেন, যাহাতে হুজুর নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে কেন্দ্রে ফিরিয়া আসেন এবং তিনি না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত যেন দোয়া জারি রাখেন।

ইউরোপে অবস্থান

প্রথমে হুজুর ফ্রেঙ্কফোর্টে যান। অতঃপর তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন, তথা হইতে তিনি জুরিখে গমন করেন।

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে পৌঁছিলে ১১ই জুলাই তারিখে হুজুরের সম্মানার্থে এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত ভোজ সভায় ৭টি দেশের রাষ্ট্রদূত, বিভিন্ন দেশের কুটনীতিবিদ ও জুরিখের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হুজুরের এক বিশেষ সাক্ষাতকার সুইছ রেডিওর বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। অভ্যর্থনা ও ভোজ সভার একটি টেলিভিশন ফিল্মও তৈয়ার করা হয় এবং ইহাও ঐ দিন সন্ধ্যায় দেখান হয়।

জুরিখ হইতে বন্ধুদের নামে হুজুরের মহব্বত পূর্ণ সালাম

হুজুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, হুজুর সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে আচ্ছালামু আলাইকুম জানাইতেছেন। তদসঙ্গে হুজুর সমস্ত ভাই-বোনদের নিকট দোয়ার জন্যও আবেদন জানাইয়াছেন।

হেগ সফর

নেদারলেণ্ডের রাজধানী হেগ নগরীতে হুজুরের শুভাগমন উপলক্ষে এক বিরাট সাড়া পড়িয়া যায়। ১৫ই জুলাই শনিবারে হুজুরের সম্মানার্থ এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় উক্ত সভায় সহরের বিপুল সংখ্যক গন্য মান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় হুজুরের সম্মানার্থে এক ভোজে জমাতের সমস্ত বন্ধু বান্ধবরা অংশ গ্রহণ করেন। সফলতার সহিত কর্মসূচী সমাপন করিয়া হুজুর হামবুর্গ গমন করেন। (ক্রমশঃ)

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.